Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা আক্তার মুক্তা

রোলঃ 215001500227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা আক্তার মুক্তা

রোলঃ 215001500227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহমুদা আক্তার মুক্তা, আইডিঃ 215001500227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মাহমুদা আক্তার মুক্তা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মাহমুদা আক্তার মুক্তা

আইডিঃ 215001500227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ইলম (জ্ঞান) কি? 1

ইসলামে ইলম কি? 1

ইলম এর প্রকারভেদ? 2

দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলতসমূহ....................5

ইলম সকল ইবাদতের মূল 8

ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো....................8

আক্বীদা ও আমল সহীহ হওয়ার ভিত্তি ইলম.................... 10

ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক জরূরী.................... 10

সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম 11

ইলম নবীদের উত্তরাধিকার 12

ইলম অর্জন জিহাদের অন্যতম প্রকার 13

ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায়.................... 13

ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয়.................... 14

ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত 14

মৃত্যুর পরও ইলমের সওয়াব জারী থাকে 14

রাসূল (সাঃ) কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন 15

দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি আল্লাহর উৎসাহ প্রদান 16

জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে প্রার্থক্য 16

ইলম অর্জনের মর্যাদা 17

জ্ঞানীদের জন্য করণীয়.................... 19

ইলম প্রচারে সতর্কীকরণ 21

ইলম প্রচারে লৌকিকতার কুফল 21

ইলম নিয়ে অহংকার করার পরিণাম.................... 22

ইলম প্রচারে কৃপণতা করা ও গোপন করার শাস্তি 23
আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করা 24
শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয় 25
শিক্ষার্থীদের বর্জনীয় বিষয় সমূহ 26
ইলম অন্বষণে হিংসা 26
ক্বিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে শিক্ষার অবস্থা 27
সুশিক্ষার সফলতা 28
বয়স্কদের জন্য ইসলামী শিক্ষা 28
ইসলামী শিক্ষায় বয়স বাধা নয় 28
বয়স্করা কেন দ্বিন শিখবে? 29
কেন বয়স বাধা নয়? 30
জ্ঞান জীবনের মতোই অপরিহার্য 30
সাহাবিদের দৃষ্টান্ত 31
নবীজি (সা.)-এর দৃষ্টান্ত 32
দ্বীন শিক্ষার বয়স ও অবস্থান নেই 32
বয়স্কদের কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত 35
পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিক 37
পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা 38
বাংলাদেশে বয়স্কদের ইলম শিক্ষা 41
বয়স্ক মানুষের দ্বিন শেখার সহজ উপায় 41
উপসংহার 42
তথ্যসূত্র 42

ইলম (জ্ঞান) কি?

ইলম আরবি শব্দ। এর অর্থ হল জ্ঞান, জানা, অবগত হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ইলম হল কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। অপরদিকে ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা।

তাই প্রতিটি মুসলিম কার আনুগত্য করবে এবং কীভাবে করবে? কার নিকট আত্মসমর্পণ করবে? এবং কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে? তা অবশ্যই জানতে হবে। ইলম ব্যতীত তা জানা যাবে না। তাই ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইলমের সংজ্ঞা:

'ইলম' আরবী শব্দ العلم মাছদার থেকে উৎকলিত। অর্থالادراك والمعرفة বুঝা, উপলব্ধি الاشياء حقائق به يعرف يحبه من قلب في الله يقذفه نور هو الم وغوامضها 'এটা এমন আলো, যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় মানুষের অন্তরে ঢেলে দেন। অতঃপর তিনি তা দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব ও রহস্য জানতে পারেন'। আল্লাহ বলেন, وفوق كل ذي علم عليم ০ প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী থাকেন' (ইউসুফ ১২/৭৬)। পরিভাষায় বলা হয়, هو حصول আক্কলের মধ্যে কোন বস্তুর আকৃতি অর্জিত হওয়া'।]2[صورة الشئ في العقل

`OXFORD dictiornary'-তে ইলম বা জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'The information, understanding and skills that you gain through education or experience'.

ইসলামে ইলম কি?

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) এর গুরুত্ব এত বেশি যে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিলের সূচনা করেছেন পড়ুন (1) শব্দ দ্বারা। আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ
اقرا باسم ربك الذي خلق

অর্থঃ পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করছেন। (সূরা আলাক আয়াত ১)।
সুতরাং পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না।

জ্ঞান জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

يرفع الله الذين امنوا منكم والذقن اوتوا العلم درجت

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। (সূরা আল মুজাদালা আয়াত ১১)।

ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেনঃ

طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থঃ ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ)।

হযরত মুহাম্মদ (স.) অন্যত্র জ্ঞানার্জনকে উত্তম ইবাদত বলে অভিহিত করছেন। ইলমের অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে যে ধরনের ইলম অর্জন করলে সত্য মিথ্যার পার্থক্য করা যায় বৈধ অবৈধ বোঝা যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুটি লাভ করা যায় তাই হল উত্তম ইলম।

ইলম এর প্রকারভেদ?

ইলম দুই ভাগে বিভক্ত যেমনঃ

১.দীনি ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) ও

২.দুনিয়াবি ইলম (পার্থিক জ্ঞান)

দীনি ইলম বলতে সাধারণত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন কুরআন,হাদিস,ফিকাহ, তাফসির ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান। আর দুনিয়াবি ইলম বলতে শুধু পার্থিক উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন গণিত বিজ্ঞান ভূগোল সাহিত্য পদার্থ রসায়ন ইত্যাদির জ্ঞান।

অন্য কথায় ইলম দু'প্রকার। যথা:

বাধ্যগত ইলম-العلم الضروري

গবেষণা নির্ভর ইলম - চিন্তা-العلم النظري

১. العلم الضروري বাধ্যগত ইলম: যেখানে জ্ঞাত বিষয়ের 'জানা' বাধ্যগত হয়। [1] এটি এমন ভাবে হয় যে, দলীল, চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই যা মানুষ জানতে বাধ্য হয়। যেমন: কোন কিছুর পূর্ণতা আংশিক অপেক্ষা বৃহত্তর, আগুন গরম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল প্রভৃতি জানা। [2]

২. العلم النظري -চিন্তা-গবেষণা নির্ভর ইলম: যে ইলম অর্জনে দলীল-প্রমাণ ও চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়, তাকে العلم النظري বা চিন্তা-গবেষণা মূলক ইলম বলে। যেমন: এটা জানা যে, স্বালাতের ক্ষেত্রে নিয়ত ফরজ।

[1]. অর্থাৎ যা মানুষ বাধ্যগতভাবে জানে।

[2]. এ ধরণের ইলম জ্ঞানী, সাধারণ মানুষ সবাই জানতে পারে। এ ধরণের ইলম কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। যেমন: আল্লাহর একত্ববাদ, স্বালাতের ফরজিয়্যাত, সুদ, মদ, যেনা প্রভৃতি হারাম হওয়া ইত্যাদি।

অন্যভাবে ইলমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমনঃ
১. গ্রহণীয় জ্ঞান

২. বর্জনীয় জ্ঞান
গ্রহণীয় জ্ঞান কি?

গ্রহণীয় জ্ঞান হল যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে যেমন নৈতিক জ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রকৌশল পদার্থ রসায়নসহ সকল কল্যাণকর জ্ঞান।

বর্জনীয় জ্ঞান কি?

যে জ্ঞান মানুষের কোন কল্যাণে আসে না বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়। যেমন অনৈতিক জ্ঞান চুরি ডাকাতি অন্যায় জুলুম জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা দেশ থেকে একদলকে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের জ্ঞানে পন্ডিত হতে হবে অন্যথায় সকলকেই আল্লাহর নিকট পরকালে কৈফিয়ত দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

فلو لا نقر من كل فرقة منهم طابقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قو مهم إذا رجعوا إليهم

অর্থঃ তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। (সূরা আত তাওবা আয়াত ১২২)।

সুতরাং আমাদের মধ্যে একদল লোককে অবশ্যই দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে দীনি শিক্ষার ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনিভাবে পার্থিব শিক্ষা অর্জনেরও গুরুত্ব রয়েছে। তবে তা অবশ্যই আল্লাহর কোন বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না। বরং তার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় থাকতে হবে। কারণ শিক্ষার সাথে নৈতিকতা থাকলেই কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। আর শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়। মূলত ইসলামের উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ করা। যেমন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন দীন হল কল্যাণ করা। (মুসলিম)। তাই যেসব ইলম মানবজীবনে কল্যাণ সাধন করে তা অর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য। সুতরাং যে ইলম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন করবে তা আমারা শিখব ও শিখাব।

দ্বীনী ইলম ছাড়া জাতিকে পথ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। যখন কোন জাতি অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তখনই আল্লাহ ঐ জাতির নিকট একজন নবীকে অহি-র জ্ঞানসহ পাঠিয়েছেন। জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা লুটতরাজ, রাহাজানি, গোত্রকলহ, যেনা- ব্যভিচার সহ যাবতীয় অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীতে পর্যায়ক্রমে অহি-র জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্বে সূদ, ঘুষ, খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, যেনা-ব্যভিচার, হরতাল-অবরোধ, গুম ইত্যাদির জয়জয়কার চলছে। তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে মানুষ আজ বিভীষিকার মধ্যে নিমজ্জিত। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার

একমাত্র উপায় হল প্রকৃত শিক্ষা। নিমেণ ইলম বা শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলতসমূহ

মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম

কলম ইলম অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما أكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد

'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, 'লিখ'। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই'। [3] সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়।
আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ'ল 'সূরা ক্বলম'। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيدوا العلم بالكتابة 'তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল'। [4]

লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীস পেয়েছি। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীস নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না। [5] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে

فقال اكتبوا لا بي فلا ن اكتب لي يا رَسُولَ الله

'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (সাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও'। [6]
(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে: পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির (কাহাফ ১৮/৬৫), ২. লোকমান (লোকমান ৩১/১২), ৩. ত্বালুত (বাক্বারাহ ২/২৪৭)।

প্রথম নাযিলকৃত শব্দ ‘পড়’

আল্লাহ কর্তৃক রাসূল (সাঃ)-এর নিকট জিবরীল মারফত সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশকৃত শব্দ হল, তা 'আপনি পড়ুন!। রাসূল (সাঃ) তখন বলেছিলেন, أنا بقارئ 'আমি পড়তে জানি না'। তখন জিবরীল (আঃ) তাকে জাপটে ধরেছিলেন। এই একই দৃশ্য তিনবার হওয়ার পর রাসূল (সাঃ)-এর নিকট সূরা 'আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। [1] করুণাময় আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাঃ)-কে অহি-র জ্ঞান শিক্ষা দেন। সুতরাং আমাদের সমাজ ও দেশ থেকে অন্যায়, অপকর্ম দূর করতে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইলম অর্জনের নির্দেশনা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم

'প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয। [2]

ইলম অন্বেষণ করা ফরয

ইলম অর্জনের হুকুম হলো ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر الذنبك

'অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর' (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। এখানে মহান আল্লাহ 'ঈমান' ও 'আমলের' পূর্বে ইলম অর্জনকে আবশ্যক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم ،

'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয'। [7] ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন,

باب العلم قبل القول والعمل

কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন অনুচ্ছেদ'। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত পেশ করে বলেন, 'আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন। [8] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ইলম ছাড়া ঈমান হয় না'। [9] উল্লেখ্য যে, ফরয ইলম দুই প্রকার। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া। [10]

ফরযে আইন: শরী'আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয। [11] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হলো
১. ঈমানের উচ্ছ্বল তথা খুঁটিগুলো জানা,
২. ইসলামী শরী'আতের ইলম। যেমন- ওযু, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি,
৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান, ৪. মু'আমালাত ও মু'আশারাতের ইলম। [12]

ফরযে কিফায়া: কোন বিয়য়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা তথা বিশেষজ্ঞ হওয়া, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন ইসলামী শরী'আতের জ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন,

وما كان المؤمنون لينفرُوا كافة فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرُون

মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাফরমানী হ'তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' (তওবা ৯/১২২)।

ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)- কে সৃষ্টি করে ইলম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
. صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (বাক্বারাহ ২/৩১-৩২)। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, 'হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল,

তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?' (বাক্বারাহ ২/৩৩)। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন' (বাক্বারাহ ২/৩৩-৩৪)।

ইলম সকল ইবাদতের মূল

যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। [13] আর এগুলো জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত জানার জন্যও ইলমের প্রয়োজন। আল্লাহ দুনিয়াতে দু'টি রাস্তা দেখিয়েছেন (বালাদ ৯০/১০), একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর (ইনসান ৭৬/৩)। একটি শয়তানের অন্যটি রহমানের। এগুলো জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক- বেঠিক জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন।

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ'।... আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুসল্লী সালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; সায়েম সিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইলম হলো সবকিছুর মূল।

ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো

মহান আল্লাহ বলেন,

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.

আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্তুতঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে

আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ' (শূরা ৪২/৫২)।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্খতা হ'ল মৃত ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ'ল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হ'ল আলো ও জীবন। মহান আল্লাহ বলেন,

أومن كان ميتا فأخييناه وجعلنا له ثورًا يمشي به'

আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে' (আন'আম ৬/১২২)।

আক্বীদা ও আমল সহীহ হওয়ার ভিত্তি ইলম

কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ'ল ইলম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح'

নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইলমের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইলমের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ'লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইলম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে'।

ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক জরূরী

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,

الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم

মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ' يحتاج إليه يعدد الأنفاس ও পানীয় দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ'।

সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম

সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাঃ) বলেন,

العلم خير من المال، العلم يحرسك، وأنت تحرس المال المال ينقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق

সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'। [22] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী। [23] যেমন-

ক. ইলম হ'ল নবীগণের মীরাস, আর সম্পদ হ'ল ধনীদের মীরাস।

খ. নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়।

গ. সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়।

ঘ. নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে।

ঙ. সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না।

চ. সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না।

ছ. সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়।

জ. সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ঝ. নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে।

ঞ. সম্পদশালী মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

ইলম নবীদের উত্তরাধিকার

প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাস হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হলো। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

إن العلماء ورثة الا نبياء إن الا نبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.

অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাস হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে'। [20]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাযার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাজারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাযারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবু হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মীরাস বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবু হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবু হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক সালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাস'। [21]

ইলম অর্জন জিহাদের অন্যতম প্রকার

জিহাদ শুধু ঢাল-তরবারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইলম অর্জনও এক প্রকার জিহাদ; বরং এটিই সকল জিহাদের মূল। কারণ ইলম ছাড়া কোন জিহাদই সঠিক হবে না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জিহাদ দুই প্রকার।

প্রথমত: হাত ও মুখের জিহাদ;

দ্বিতীয়ত: প্রমাণ ও দলীলের জিহাদ।

এটা যারা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী তাদের সাথে খাস। এটা নেতাদের জিহাদ'। বিশাল উপকারিতা, সরবাহের ব্যাপকতা ও তার শত্রুদের বিশালতার কারণে ২য় প্রকার দু'টি জিহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এজন্য মহান আল্লাহ সূরা ফুরক্বানে বলেন, 'আর আমরা চাইলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী (রাসূল) প্রেরণ করতাম। অতএব তুমি কাফেরদের অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর জিহাদ কর' (ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)।

ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায়

দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইলম হলো প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন

إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আছর ১০৩/২-৩)। মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ'ল ইলম (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ বলেন

من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا.

যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা জরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা জরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা জরূরী'।

ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয়

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয় - উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, لعلك ترزق به 'হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ'। [29]

ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত

আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত হলো ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عَلَيكَ عظيمًا.

'আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর করুণা অসীম' (নিসা ৪/১১৩)। আর যাকে এই ইলম দেওয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يوتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। আল্লাহ ইলমের মত নেয়ামত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যেমন- ইউসুফ (আঃ) (ইউসুফ ১২/২২), মূসা (আঃ) (ক্বাছাছ ২৮/১৪), ঈসা (আঃ) (মায়েদাহ ৫/১১০), দাঊদ (আঃ) (ছোয়াদ ৩৮/২০), সোলায়মান (আঃ) (আম্বিয়া ২১/৭৯, নামল ২৭/১৫)।

মৃত্যুর পরও ইলমের সওয়াব জারী থাকে

দুনিয়াতে ইলম যেমন মর্যাদার বস্তু তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের সওয়াব জারী থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'। [30] রাসূল (সাঃ) আরো বলেন,

ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لا بن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته.

মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ'তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হলো সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা সদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে'। [31]

রাসূল (সাঃ) কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ওহুদের শহীদগণের দু'দু'জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم.

তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু'জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ'লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি'। [32]

দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি আল্লাহর উৎসাহ প্রদান

মানুষ ইলম অর্জন করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে এবং নিজেদের মাঝে ইলম প্রচার করবে এটাই আল্লাহর দাবী। আর এ জন্যই আল্লাহ জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন,

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

'সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বের হবে, যাতে তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আর যাতে তারা নিজ কওমকে ভয় প্রদর্শন করতে পারে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়' (তওবা ৯/১২২)।

মানুষ অজ্ঞ-মূর্খ হয়ে পৃথিবীতে আসে। আল্লাহ বলেন,

علم الإنسان ما لم يعلم.

আমি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি, যা সে জানত না' ('আলাক্ব ৯৬/৫)। ইলম বা জ্ঞান দ্বারা ভাল-মন্দ নির্ণয় করা যায়। এর দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সুতরাং আল্লাহ যার মঙ্গল চান এবং যার দ্বারা হক্কের বাস্তবায়ন সম্ভব তাকেই মহামূল্যবান জ্ঞান দান করে থাকেন। যেহেতু জ্ঞানের মালিক আল্লাহ, তাই এই জ্ঞান আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন। তিনি বলেন

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় এবং কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'। [3]

জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে প্রার্থক্য

ইলম আল্লাহ প্রদত্ত এক অফুরন্ত নেয়ামত। যা জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না তার কি সমান?' (যুমার ৩৯/৯)। তিনি অন্যত্র বলেন,

قل هل يستوي
বলুন! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات
والنور
আলো ও অন্ধকার কি এক হতে পারে?' (রা'দ ১৩/১৬)।
মহান আল্লাহ সম্পর্কে যারা সঠিক ধারণা রাখে এবং তার শারঈ বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে জানে এবং মেনে চলে তারাই প্রকৃত জ্ঞানী। আল্লাহ বলেন,

انما يخشى الله من عباده العلماء.

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মূলতঃ আলেমরাই তাঁকে ভয় করে' (ফাতির ৩৫/২৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

"شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم"

আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্বানগণ (সাক্ষ্য প্রদান করেন)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' (আলে ইমরান ৩/১৮)।

তিনি আরো বলেন,

والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رَبِّنَا وَمَا يذكر إلا أولو الألباب.

পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ তারা বলে, আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে। সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই গ্রহণ করে' (আলে ইমরান ৩/৭)।

ইলম অর্জনের মর্যাদা

ইলম অর্জনের মর্যাদা অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত' (মুজাদালাহ ৫৮/১১)। ইলম অর্জনের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাছিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন। [5] অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملا بكته وأهل السموات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হল। যাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন তিনি বলেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর। যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর। তারপর রাসূল (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই তার প্রতি আল্লাহ রহমত করেন এবং তার ফেরেশতামন্ডলী, আসমান-যমীনের অধিবাসী, পিপিলিকা তার গর্তে থেকে এবং এমনকি মাছও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করেন। [6]

عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل أوحى إلى أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة وقصد في علم خير من فضل في عبادة

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহি প্রেরণ করেছেন এই মর্মে, যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের লক্ষ্যে কোন পথ গ্রহণ করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দেব এবং যার দু'চক্ষু আমি অন্ধ করেছি তার বদলে আমি জান্নাত দান করব। আর ইবাদত অধিক করার তুলনায় অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম। [7] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملا لكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء

'যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তাকে জান্নাতের কোন একটি পথে পৌছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকরীর উপর খুশি হয়ে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এছাড়া আলেমদের জন্য আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসী আল্লাহর নিকট দো'আ ও প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছও (তাদের জন্য দো'আ করে)'। [৪]

জ্ঞানীদের জন্য করণীয়

জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই করণীয় হল জানা বিষয়গুলো মানুষের নিকট প্রচার করা। যেমন আল্লাহ তাঁর নবীদের নিকট অহি প্রেরণের পর তা মানুষদের নিকট প্রচারের নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন,

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.

হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম পৌঁছালেন না' (মায়েদা ৫/৬৭)। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন,

بلغوا على ولو آية.

আমার পক্ষ হতে মানুষদের নিকটে পৌঁছে দাও, যদি একটি আয়াতও হয়'। [9]
পক্ষান্তরে আলেমরা দ্বীন প্রচারে অবহেলা করলে কিংবা বিরত থাকলে অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদীছে এসেছে,

عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا ولا من ما لك ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه

ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে

ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদের ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ ।। আমি তোমাদের ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে করতাম না। আর খারাপ কাজের নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম। [10] অতএব আমলবিহীন ইলম ক্বিয়ামতের দিন বড় শাস্তির কারণ হবে। আরবী প্রবাদে রয়েছে,

رجل بلا عمل كشجرة بلا تمر.

আমলবিহীন ব্যক্তি ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায়'। জনৈক আরবী কবি বলেন,

لو كان للعلم شرف من دون التقي لكان أشرف خلق الله إبليس

'যদি তাক্বওয়াবিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীস আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হত। [11]

ইলম প্রচারে সতর্কীকরণ

দ্বীনি ইলম প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিষয়টি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী, না পরিপন্থী। কোন মনগড়া কথা উপস্থাপন করা যাবে না। রাসূল (সাঃ)-এর নামে কোন কথা বৃদ্ধি করা যাবে না। কেননা তিনি হুঁশিয়ারী প্রদান করে বলেন,

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। [12] অন্যত্র তিনি বলেন,

من حدث على بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.

যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে এরূপ কথা বলে, যা সে মনে করে যে, সেটা অসত্য। সে মিথ্যাবাদীদের অন্তভুক্ত। [13]

ইলম প্রচারে লৌকিকতার কুফল

ইলম প্রচার হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এতে কোন প্রকার লৌকিকতা থাকবে না। যদি নিয়ত ঠিক থাকে তাহলেই ইলম প্রচারে নেকী পাওয়া যাবে। নিয়ত সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন

إنما الا عمال بالنيات.

নিয়তের উপর সকল কাজ নির্ভরশীল'। [14] আরো কঠিন বিষয় হলো কোন বিষয় জানার পর প্রচারের সাথে সাথে আমল করতে হবে। নচেৎ ক্বিয়ামতের মাঠে তা বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে। হাদীছে এসেছে,

ورجل تعلم العلم وقراءة القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فقال: ما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك، قال: كذبت، إنما أردت أن يقال: فلان عالم وفلان قارئ فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار

'যে ব্যক্তি ইলম শিখেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করত, ক্বিয়ামতের মাঠে তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে নিজ প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন আর তারও স্মরণ হবে। তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সকল নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি কী করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি ইলম শিখেছ ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে আলেম বলা হবে। আর কুরআন তেলোয়াত করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে মুখের উপর ভর করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [15]

ইলম নিয়ে অহংকার করার পরিণাম

আল্লাহ তা'আল সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি বলেন,

إن الله عزيز حكيم.

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' (লুকমান ৩১/২৭)। আর তিনি মানুষকে অতি অল্পই জ্ঞান দান করেছেন। তিনি বলেন,

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا

তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে' (বনী ইসরাঈল ১৭/৮৫)। আল্লাহর জ্ঞান সর্ম্পকে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর জ্ঞানের পরিসীমা সম্পের্কে খিজির (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন,

يا موسى ما تقص علمى وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصقور في البحر.

হে মূসা! আমার ও তোমার জ্ঞানের স্বল্পতা আল্লাহর জ্ঞানের নিকট সমুদ্রের মধ্যে এই চড়ুইয়ের ঠোঁটের এক ফোটা পানির সমান। [16]

মূসা (আঃ) একদা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে জ্ঞানী। মহান আল্লাহ তাকে

সতর্ক করে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকটে অহী প্রেরণ করলেন। দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। [17] অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক আত্মঅহংকারীকে পসন্দ করেন না' (নিসা ৪/৩৬)। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري

অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যাভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'। [18] সুতরাং ইলমের অহংকার না করে এর পরিসীমা আল্লাহর দিকে সোপর্দ করাই উত্তম।

ইলম প্রচারে কৃপণতা করা ও গোপন করার শাস্তি

ইলম প্রচারের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা বাঞ্চনীয় নয়। কেননা কোন ব্যক্তি যদি তার অপর কোন ভাইকে কল্যাণকর কোন বিষয় শিক্ষা দেয় অতঃপর সে অনুযায়ী যদি সে আমল করে তাহলে আমলকারীর ন্যায় সেও অনুরূপ নেকী পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

من علم علما قله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل.

যে ব্যক্তি কাউকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ছাওয়াব পাবে, যে তার উপর আমল করল। কিন্তু আমলকারীর নেকী থেকে এতটুকুও কমানো হবে না। [19]
স্মরণ রাখতে হবে যে, ইলম গোপন করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি ইলম গোপন করে, তার পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন

من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار"

কোন ব্যক্তিকে তার জানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তা যদি সে গোপন করে তাকে ক্বিয়ামতের মাঠে আগুনের বেড়ি পরানো হবে। [20] সাহাবীগণ হাদীস গোপন করাকে অত্যাধিক ভয় করতেন। একদা মু'আয (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সওয়ারীর সাথে ছিলেন।

রাসূল (সাঃ) তাকে ডেকে বললেন, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। তখন মু'আয (রাঃ) মানুষদের মাঝে এই উক্তিটি প্রকাশ করতে চাইলে রাসূল (সাঃ) তাকে নিষেধ করলেন। এ জন্য যে, মানুষ এই বাক্যের উপর নির্ভরশীল হবে। কিন্তু মু'আয (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসটি গোপন হওয়ার ভয়ে বর্ণনা করেছিলেন। [21]

আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করা

আল্লাহর নিকট ইলমসহ যাবতীয় কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহর নিকট চাওয়ার মাধ্যমে ইলম অর্জিত হলে তা দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই অর্জন করা সম্ভব। আর যদি না চাওয়াতেই ইলম আসে, তা দিয়ে দুনিয়া সম্ভব আখিরাত কখনই অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন,

من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.

অনেকে বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্য পরকালের কোন অংশ নেই' (বাক্বারাহ ২/২০০)।

আর এজ্যই নবী রাসূলগণ একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইতেন। যেমন ইবরাহীম (আ)- এর প্রার্থনা করে বলেন,

رب هب لي حكما والحقني بالصالحين.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' (শু'আরা ২৬/৮৩)। অনুরূপ মুসা (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' (ত্বহা ২০/২৫-২৮)। আর এরই ধারাবাহিকতায় রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নিকট উপকারী

ইলমের প্রার্থনা করতেন। হাদীসের ভাষায় রাসূল (সাঃ) প্রতি ফজর সালাতের পর প্রার্থনা করতেন এ বলে যে,

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি'। [22] সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা।

শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয়

শিক্ষার্থীকে অবশ্যই অধ্যয়নে মনযোগী হ'তে হবে এবং রুটিন মাফিক চলতে হবে। শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। জামা-কাপড়, বেডসীট, পড়ার টেবিল ইত্যাদি পরিষ্কার ও গোছালো রাখতে হবে। কোন ছাত্রের স্মৃতি হ্রাস পেলে তার জন্য অতীব যরূরী বিষয় হ'ল স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর নিকটে তওবা করা। এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈর ঘটনা অনস্বীকার্য। ইমাম শাফেঈ তার মুখস্থ না হওয়ার ব্যাপারে স্বীয় শিক্ষককে বলেছিলেন,

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

'আমি অভিযোগ করলাম ওয়াকীর (ইমাম শাফেঈর শিক্ষক) নিকটে আমার মুখস্থ না হওয়ার ব্যাপারে, তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, পাপ কাজ ছেড়ে দাও। [23]

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকবৃন্দকে জিজ্ঞেস করবে, যা সে বুঝতে পারবে না। এরূপ কাজ আমরা রাসূল (সাঃ) এবং জিবরীল (আঃ)-এর মধ্যকার প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা নিতে পারি। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

'অতএব তোমরা যদি না জান, তবে আহলে যিকরের নিকট থেকে জেনে নাও' (নাহল ১৬/৪৩; আম্বিয়া ২১/৭)।

শিক্ষার্থীদের বর্জনীয় বিষয় সমূহ

শিক্ষকদের অবাধ্য হওয়া, তাদের সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলা ও রূঢ় আচরণ করা, বড়দের অসম্মান, ছোটদের সাথে খারাপ ব্যবহার, সহপাঠীদের কষ্ট দেওয়া, চুরি-ডাকাতি- ছিনতই-টেন্ডারবাজিসহ যাবতীয় অন্যায় কাজ বর্জন করতে হবে। অপচয়-অপব্যয় থেকে বিরত থাকতে হবে। সেটা সময়, টাকা-পয়সা বা যে কোন বিষয়ে হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولا تبدر تبذيرا - إن المندرين كانوا إخوان الشياطين.

কিছুতেই অপব্যয় কর না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই' (বনী ইসরাঈল ১৭/২৬ - ২৭)। অসৎসঙ্গ ত্যাগ এবং সৎসঙ্গ গ্রহণ করতে হবে, তাতে দুনিয়াতে মঙ্গল এবং আখেরাতে আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যাবে। রাসূল (সাঃ) বলেন,

ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.

দু'জন ব্যক্তি, যারা পরস্পর ভালবাসে আল্লাহর জন্য এবং একত্রিত হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথক হয় আল্লাহর জন্যই। [24]

ইলম অন্বষণে হিংসা

হিংসা করা মহাপাপ। হিংসা করার পরিণতি ভয়াবহ। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন,

إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب

'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা মানুষের পূর্ণ আমলগুলো বিনষ্ট করে যেমন আগুন কাঠকে ভষ্মিভূত করে। [25] ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হিংসা করা জায়েয। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেন,

لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها.

কেবল দু'টি বিষয়ে হিংসা করা যায়। এক. সেই ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন অতঃপর তা বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দুই. সে ব্যক্তির

উপর, যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়ছালা এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। [26]

ক্বিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে শিক্ষার অবস্থা

ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে দুনিয়াবী শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীনি শিক্ষা লোপ পাবে। মানুষের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাবে। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন,

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ، ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالما ، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا.

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম ছিনিয়ে নিবেন না। বরং দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। তখন কোন আলেম অবশিষ্ঠ থাকবে না। যার দরুন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জেনে ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। [27] অন্যত্র তিনি বলেন,

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل ، ويُشرب الخمر ، ويظهر الزنا.

ক্বিয়ামতের কিছু আলামত হ'ল, ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা প্রসারতা লাভ করবে, মদ পানের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে। [28]

সুশিক্ষার সফলতা

গোটা বিশ্ব আজ অশান্তিতে পুঞ্জিভূত। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হ'ল সুশিক্ষা। কেননা সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়াতে যেমন মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমাজে শান্তি আসবে, তেমনি আখেরাতের পাথেয় অর্জনের পথ সুগম হবে। মৃত্যুর পর মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায় অথচ দ্বীনি ইলম অর্জন করে শিক্ষা দিলে তা কবরে পৌঁছানোর অন্যতম একটি মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়। রাসূল (সাঃ) বলেন,

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত। এই তিনটি আমল হ'ল, প্রবহমান ছাদাক্বা, এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে। [29]

বয়স্কদের জন্য ইসলামী শিক্ষা

ইসলাম ধর্মের অন্যতম যে শ্রেষ্ঠত্ব, এর সূচনা হয়েছিল শিক্ষার সহযাত্রায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ প্রথম প্রত্যাদেশ ছিল, 'ইকরা' বা তুমি পড়ো। জ্ঞানার্জনের এই আদেশ প্রতিটি মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। ইসলাম প্রতিটি মুসলমানের জন্য দ্বিনি শিক্ষা অর্জন করা ফরজ করেছে।

বয়স্করাও এই নির্দেশের বাইরে নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো ধরনের পার্থক্য না করেই বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা ফরজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

ইসলামী শিক্ষায় বয়স বাধা নয়

যদিও শৈশবই শিক্ষাগ্রহণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় এবং ইসলামও শৈশবে শিশুর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে বলে, তবে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে বয়স কোনো প্রতিবন্ধক নয়। ইসলামী শিক্ষা সব বয়সী মানুষের জন্য উন্মুক্ত। মানুষ যখনই সুযোগ পাবে, তখন দ্বিনি শিক্ষা অর্জন করবে। বিশেষত বয়স যতই হোক না কেন মানুষ ফরজ জ্ঞানার্জনের দায় থেকে মুক্ত হতে পারে না।

বাস্তবতা স্বীকার

ইসলাম মানুষের জীবনের বাস্তবতা স্বীকার করে নেয়। কেননা প্রতিটি মানুষ শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে না। তাদের অনেকেই এমন পরিবার ও পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে, যেখানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে না। এ জন্য ইসলাম মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষার সময় উন্মুক্ত রাখতে চায়। ইসলামের সোনালি যুগে মুসলিম সমাজের সাধারণ অবস্থাও এমন ছিল। এ জন্য মুসলিম সমাজে 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কোরো' বাক্যটি হাদিসের মতোই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বয়স্করা কেন দ্বিন শিখবে?

দ্বিনি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর নির্দেশ ও শরিয়তের বিধি-বিধান নির্ভুলভাবে পালন করা। এই প্রয়োজন বয়স্কদের সবচেয়ে বেশি।

কেননা তাদের পক্ষে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগারও সুযোগ নেই যে পরে শিখে নেব, বরং তারা ভাববে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো আমি নির্ভুলভাবেই ইবাদত করব। আর এটাই আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা আমারই ইবাদত করবে।' (সুরা: জারিয়াত, আয়াত: ৫৬)

জ্ঞানের মর্যাদা বয়স্কদের জন্যও। কোরআন ও হাদিসে জ্ঞানার্জনের যেসব মর্যাদা বর্ণানা করা হয়েছে তাতে বয়সের কোনো তারতম্য করা হয়নি।

যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন বহুগুণ।' (সুরা: মুজাদালাহ, আয়াত: ১১)

কেন বয়স বাধা নয়?

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মাদরাসা বা ধর্মীয় শিক্ষালয়ের নাম দারুল আরকাম। এই মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন মহানবী (সা.) এবং শিক্ষার্থী ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা.), যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন বয়স্ক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পাঠ গ্রহণ করে যেসব সাহাবি সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন বয়স্ক। যেমন-আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), আবু জর (রা.), আবু দারদা (রা.) প্রমুখ।

ইমাম বুখারি (রহ.) সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা করো। কেননা সাহাবিরা (অধিকাংশ) বয়স বেশি হওয়ার পরই দ্বিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।' (সহিহ বুখারি, পৃষ্ঠা ৩৯)

জ্ঞান জীবনের মতোই অপরিহার্য

মুসলিম মনীষীরা জ্ঞানকে জীবনের মতোই মূল্যবান মনে করতেন। ফলে তাঁরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত থাকতেন। যেমন-আবু আমর ইবনুল আলা (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি উত্তম কাজ? তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে থাকা যদি তার জন্য উত্তম হয় তাহলে ইলম অর্জন করা কেন উত্তম হবে না? (আল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: ২/১৬৭)

ইসলামী শরিয়তের মূলনীতি ও বিধানের কারণে ইসলামী জ্ঞানার্জনে বয়স কখনো প্রতিবন্ধক হতে পারে না। নিম্নে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো-

১. জ্ঞানার্জন ফরজ: ইসলামী শরিয়তে প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বয়সের কোনো পার্থক্য না করেই বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

২. প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় না: ফকিহ আলেমরা বলেন, শরিয়তের যে বিধান ফরজ তা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করাও ফরজ এবং যেটা ওয়াজিব সেটার জ্ঞানার্জন করাও ওয়াজিব। আর যেহেতু মানুষের হুঁশ-জ্ঞান স্বাভাবিক থাকা পর্যন্ত তার জন্য শরিয়তের বিধান পরিপালন করা আবশ্যক। তাই আমৃত্যু ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে।

৩. জীবন সুন্দর হওয়াই কাম্য: জ্ঞান মানুষের জীবন চলাকে সুন্দর করে। আর সুন্দর জীবন সবারই কাম্য। বিশেষত যাদের জীবনের দীর্ঘ সময় জ্ঞান-শূন্যতার কারণে অসুন্দর ছিল, তাদের উচিত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করা। এক ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর জ্ঞানার্জনে লজ্জাবোধ করলে ইমাম আবু বকর দারানি (রহ.) বলেন, 'হে ভাই, তুমি কি এ বিষয়ে লজ্জাবোধ করছ যে তোমার পূর্বের জীবনের তুলনায় বর্তমান জীবন সুন্দর হবে?' (আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, পৃষ্ঠা ৮০২)

৪. মর্যাদা সবার জন্য: রাসুলুল্লাহ (সা.) জ্ঞানান্বেষীদের যেসব মর্যাদার ঘোষণা দিয়েছেন তাতে বয়সের কোনো তারতম্য নেই। যেমন তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতারা জ্ঞানান্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। অতঃপর আসমান- জমিনের সব প্রাণী (আল্লাহ তাআলার কাছে) আলেমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানি জগতের মাছগুলো।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৬৮২)

৫. লজ্জাই লজ্জাজনক: বয়স বেড়ে গেলে অনেকেই জ্ঞানার্জনে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জনে লজ্জা করাই লজ্জাজনক এবং লজ্জা না করাই প্রশংসনীয়। যেমন আয়েশা (রা.) বলেন, 'আনসারি নারীরা কতই না উত্তম। দ্বিন সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এবং দ্বিনি জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জনে তারা লজ্জাবোধ করে না।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস: ৩১৬)

সাহাবিদের দৃষ্টান্ত

বেশির ভাগ সাহাবি পরিণত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা দ্বিনি ইলম অর্জন করেন। এ জন্য ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন, 'তোমরা জ্ঞানার্জন কোরো নেতা হওয়ার আগে ও পরে। কেননা আল্লাহর রাসুলের সাহাবিরা বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞানার্জন করেছেন।' (সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইলম বা জ্ঞান অধ্যায়)

নবীজি (সা.)-এর দৃষ্টান্ত

শুধু বয়স নয়, বরং জ্ঞানও ব্যক্তিকে জ্ঞানার্জন থেকে বিমুখ করতে পারে না। যেমন আল্লাহর নবীকে আল্লাহ দোয়া শিখিয়েছেন, 'বলুন, হে আল্লাহ, আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।' (সুরা তাহা, আয়াত: ১১৪)

ইবনে উয়াইনা (রহ.) ওই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং আল্লাহ তাকে সেই তাওফিক দিয়েও ছিলেন। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

দ্বীন শিক্ষার বয়স ও অবস্থান নেই

ইসলামে বয়স বা অবস্থান যে কোন বাধা নয় তা আমরা কুরআন থেকে শিখতে পারি। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য চমৎকার কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সুরা কাহাফের মধ্যেই রয়েছে এমন চারটি ঘটনা। আমরা সেখান থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করব। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেননি, বরং মূল পয়েন্টগুলো বলে দিয়েছেন। আর হাদিসে নবীজি (সা.) উম্মতের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, একদিন হজরত মুসা (আ.) বনি ইসরাইলের এক সভায় বক্তব্য দিচ্ছিলেন। বক্তব্য চলাকালীন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে? মুসা (আ.)-এর জানামতে ওই সময়ে তারচেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিলেন না। তিনি বললেন, আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের বিশেষভাবে গড়ে তোলেন।

তাই তাঁর এ জবাব আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলা উচিত ছিল যে, এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। মুসা (আ.)-এর জবাবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে তিরস্কার করে ওহি নাজিল হলো, 'দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।' এ কথা শুনে মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন সেই জ্ঞানী মানুষের সাহচর্য লাভের জন্য। বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে আপনি তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিন এবং দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। মুসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওনা হয়ে

গেলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর খাদেম ইউশা বিন নুন। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে একটি প্রস্তর খণ্ডের ওপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তায়ালা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউশা বিন নুন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিলেন।

মুসা (আ.) ঘুমিয়ে ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা বিন নুন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন। এরপর সেখান থেকে সামনে রওনা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন-একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মুসা (আ.) তাকে বললেন, আমাদের খাবার নিয়ে আসো। আমরা সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খাবার চাওয়ার পরই ইউশা বিন নুনের মাছের ঘটনা মনে পড়ে গেল। তিনি ভুলে যাওয়ার ওজর পেশ করে বললেন, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর বললেন, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মুসা (আ.) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চললেন। প্রস্তর খণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মুসা (আ.) সালাম করলে খিজির (আ.) বললেন, এই নির্জন জায়গায় সালাম কোথা থেকে এলো? মুসা (আ.) বললেন, আমি মুসা। খিজির (আ.) জানতে চাইলেন, বনি ইসরাইলের মুসা?

তিনি বললেন হ্যাঁ, আমিই বনি ইসরাইলের মুসা। আমি আপনার থেকে ওই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। খিজির (আ.) বললেন, "যদি আপনি আমার সঙ্গে থাকতে চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার অবস্থা সম্পর্কে বলে না দেব।"

এ কথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা খিজিরকে চিনে ফেলল এবং কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদের নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিজির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে মুসা (আ.) চুপ থাকতে না পেরে বললেন, তারা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদের নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? আপনি অতি মন্দ কাজ করেছেন।

খিজির বললেন, আমি আগেই বলেছিলাম আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মুসা (আ.) ওজর পেশ করে বললেন, আমি ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রাগ হবেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মুসা (আ.)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল। তখন একটি পাখি উড়ে এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। খিজির (আ.) মুসা (আ.)-কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ের মিলে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সঙ্গে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

তারপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিজির একটি বালককে অন্যান্য বালকের সঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। খিজির বালকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মারা গেল। মুসা (আ.) বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এটা অনেক বড় গুনাহের কাজ। খিজির বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মুসা (আ.) দেখলেন, এ ব্যাপারটি আগের চেয়েও গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি তা হলে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। এরপর তারা আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। গ্রামবাসী সোজা অস্বীকার করে দিল। খিজির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মুসা (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল। অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন, ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিজির বললেন, এখন শর্ত শেষ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিজির (আ.) উপরোক্ত ঘটনাগুলোর স্বরূপ মুসা (আ.)-এর নিকট বর্ণনা করে বললেন, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ, যেগুলো আপনি দেখে ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসুলুল্লাহ (সা.) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মুসা (আ.) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরও কিছু জানা যেত (বুখারি: ১২২)। এই ঘটনায় আমরা খিজির (আ.)- এর তিনটি কাজ দেখতে পারি। এই কাজগুলোর ব্যাখ্যা এই হাদিসে রাসুল (সা.) করেননি।

কিন্তু অন্য হাদিসে এগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে। আমাদের যেহেতু ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং আমরা সেটা এখানে বলতে চাচ্ছি না। আমরা ঘটনার শিক্ষাটা উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। এই

কুরআনিক ঘটনায় আমরা জ্ঞান অর্জনের তিনটা শর্ত খুঁজে পাই। আমরা এখান থেকে জানতে পারি, জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনটা শর্ত রয়েছে।

প্রথমত সফর, জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানী মানুষের নিকট সফর করতে হবে।
দ্বিতীয়ত সবুর, ধৈর্য ধরতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। তাড়াহুড়া জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।
তৃতীয়ত বিনয়, জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানী মানুষের নিকট বিনয়ী হয়ে থাকতে হবে। নম্র হতে হবে। আমাদের সবার জীবনেই জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান ছাড়া দুনিয়ায় চলা অসম্ভব। আমরা সবাই জ্ঞান অর্জন করতে চাই। আমরা যদি আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শর্তগুলো মেনে চলি, তা হলে আমাদের জন্য জ্ঞান অর্জন করা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। সবুর, সফর ও বিনয়ের মাধ্যমে আমরা যেন জ্ঞান অর্জন করতে পারি, আল্লাহ তায়ালা সেই তওফিক দান করুন।

বয়স্কদের কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

মানুষের মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয়, তার মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত সর্বাধিক উত্তম। কোরআনে কারিম বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পঠিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত ও শিক্ষার গুরুত্ব অনেক। কোরআনের আয়াত ও হাদিসের একাধিক জায়গায় এর ফজিলতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে কোরআন-হাদিসের আলোকে বর্ণনা করা হলো-

প্রত্যেক হরফের জন্য সওয়াব লাভ কোরআনে কারিম তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিরাট সওয়াব অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এর সঙ্গে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি ১০টি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মিম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মিম একটি হরফ' (তিরমিজি)।

পবিত্র কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়। হজরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়' (সহিহ বুখারি)।

এই হাদিস দ্বারা কোরআন শিক্ষার্থীর মর্যাদা বলা হয়েছে এবং এর দ্বারা বোঝা যায়, যেই কোরআন শিখুক না কেন তার মর্যাদা বাড়বে, চাই সে কিশোর হোক অথবা বৃদ্ধ, তবে আমাদের সমাজের কিশোররা তো মাদরাসা থেকে কোরআন শিখে কিন্তু বৃদ্ধরা এক্ষেত্রে পেছনে পড়ে যায়, অথচ অধিকাংশ সাহাবিই বৃদ্ধ বয়সে কোরআন শিখেছেন, তাই আমাদের সমাজের বয়স্কদের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। নিচে কোরআন শিক্ষার ফজিলত সম্পর্কে আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো:

কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার সময় কোরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে। এটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করো। কারণ কোরআন কেয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে' (সহিহ মুসলিম)।

কোরআন তেলাওয়াত ইমান বাড়ায়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত বান্দার জন্য এমন উপকারী যে, তা তেলাওয়াত করলে ইমান বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'যারা ইমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ইমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে' (সুরা আনফাল-২)।

কোনো ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তার হক আদায় করে তেলাওয়াত করলে তার সঙ্গে ঈর্ষা কিংবা তার মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা যাবে।

ইসলামী শরিয়তে একমাত্র দুই ব্যক্তির ওপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কোরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা-রাত্রি ওই কোরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে। দ্বিতীয় সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন। সে তা দিনরাত (বৈধ কাজে) খরচ করে (সহিহ বুখারি)।

কোরআন পড়া উত্তম সম্পদ অর্জন। কোরআন পড়া বা শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকা উত্তম সম্পদ অর্জন করার অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কেন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কোরআন হতে দুটি আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না? তাহলে সেটি তার জন্য দুটি উট লাভ করার চেয়ে

উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি আয়াত চার উট অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম (সহিহ মুসলিম)।

ওই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, মসজিদে গিয়ে কিছু কোরআন শিখা উট পাওয়ার থেকেও বেশি ফজিলতপূর্ণ। তাই আমাদের সমাজের মসজিদগুলোতে সকাল এবং বিকাল শিশু ও বয়স্কদের কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রতি সুনজর দিতে হবে। তবেই সমাজের প্রত্যেকটি মুসলিম কোরআন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত সর্বোত্তম ছাত্র ও শিক্ষকে পরিণত হবে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে কোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত ও গুরুত্ব বুঝে তেলাওয়াত করার তৌফিক দান করুন।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিক

কিছু বয়স হওয়ার পর দ্বীন শেখার ইতিবাচক দিক রয়েছে, যা ইলম অর্জনের জন্য অনেক সহায়ক। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোর অভিভাবকদের চাপে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দ্বীনী ইলম অর্জন করে। ভেতরের প্রেরণা, নিজের ইচ্ছা, ফযীলত অর্জন করার মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে অনুপস্থিত। তবে একজন বয়স্ক ব্যক্তির দ্বীন শিক্ষা করার অবস্থা হয় এর থেকে ভিন্ন। বয়স্ক ব্যক্তির মনে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় মনের ভেতর থেকে। সেখানে অন্যের পক্ষ থেকে চাপ কিংবা বাধ্যবাধকতারও কোনো ব্যাপার থাকে না; বরং সাধারণত ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ইলম অর্জনের ফযীলত হাসিল করার জন্য এবং সহীহভাবে দ্বীনের উপর চলার জন্য দ্বীনী ইলম অর্জনে সচেষ্ট হয়। হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েই ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়। তাই বয়স্ক ব্যক্তির অদম্য আগ্রহ, তীব্র বাসনা তাকে অনেক দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায় লক্ষ্যপানে।

তাছাড়া একজন বয়স্ক ব্যক্তির বুঝ ও অনুধাবন শক্তি তীক্ষ্ম হয়ে থাকে। যে কোনো বিষয় অল্প সময়ে বোঝা ও অনুধাবন করা তার জন্য সহজ। ফলে দ্বীনের অনেক কিছুর বুঝ অল্প সময়েই তার অর্জন হয়, যা শেখাকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে। সাথে সাথে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ইলম অনুযায়ী আমল করার সাওয়াবও অর্জিত হয়।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও পূর্ণ মনোযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রহ ও মনোযোগ পূর্ণমাত্রায় থাকলে দীর্ঘ সময়ের পড়া অল্প সময়েই আয়ত্ত হয়ে যায়। পরিণত বয়সের একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের সময় এ আগ্রহ ও মনোযোগ সাধারণত পূর্ণ মাত্রায় থাকে, যা অল্প সময়ে তাকে অনেক এগিয়ে দেয়।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা

বয়সকালে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে একটি চিন্তা অনেকের মনেই উঁকি দেয়। তা হল, বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে কিছু আর মনে থাকতে চায় না। কোনো কিছু মুখস্থ করতে হলে অনেক সময় লাগে। এ চিন্তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই বলছি, মানুষ যখন কোনো কাজের হিম্মত করে তার জন্য শতভাগ চেষ্টা ব্যয় করে তখন সে কাজটি আল্লাহ তাআলা তার জন্য সহজ করে দেন। একটা উদাহারণ দেই। ইমাম কাফফাল শাশী। ফিকহে শাফেয়ীর অবিসংবাদিত ইমাম। আল্লামা সামআনী রাহ. তার ব্যাপারে লিখেছেন-

كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا، وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة، وأكثرها تحقيقا، رحل إليه الفقهاء من البلاد، وتخرج به أئمة ابتدأ بطلب العلم وقد صار ابن ثلاثين سنة فترك صنعته، وأقبل على العلم

তিনি ছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মুখস্থশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারিতে যুগের অনন্য ব্যক্তি। ফিকহে শাফেয়ীর মধ্যে তার যে প্রভাব ও অবদান রয়েছে তা তার যুগের অন্য কারো ছিল না। বিভিন্ন দেশ থেকে ফকীহগণ ইলম অর্জনের জন্য তার উদ্দেশে সফর করতেন। তার হাতে অনেক ইমাম গড়ে উঠেছেন। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন ৩০ বছর বয়সে। ইলম শেখা শুরু করার পর তিনি তার পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলম অর্জনে নিমগ্ন হন। -সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/১৩০

আল্লামা সুবকী রাহ, তার ব্যাপারে লেখেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا ... كان قد ابتدأ التعلم على كبر السن بعدما أفنى شبيبته في صناعة الاقفال

তিনি হলেন পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম। তালা বানানোর পেশায় যৌবন কাটিয়ে শেষ বয়সে তিনি ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়েছেন। (তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা, ৫/৫৪)

আল্লামা সুবকী রাহ. যাকে পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম বলেছেন তিনি যে আসলেই কত বড় ইমাম ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এ মহান মনীষীর জীবনেও উপরে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাটি

এসেছিল এবং হয়ত তার মাত্রা আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি ছিল। তবুও সে প্রতিবন্ধকতা দূর করে তিনি পৌঁছে গেছেন আকাশের সীমানায়।

ইলম শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমে 'মাও' এলাকার একজন শায়েখের কাছে যান। তিনি তাকে কিতাবুল মুযানীর এ তিনটি শব্দ প্রথম দিন শেখান-

هذا كتاب اختصرته

এ পাঠ গ্রহণ করে তিনি ছাদে চলে যান। এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এ তিনটি শব্দই মুখস্থ করতে থাকেন। সারা রাত জেগে থাকার কারণে শেষ রাতে একটু চোখ লেগে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সারা রাত ধরে কী পড়েছেন কিছুই মনে পড়ছে না। তিনি এ কথা ভেবে লজ্জিত হচ্ছিলেন যে, শায়েখকে আমি কী বলব। এ দুশ্চিন্তার মাঝেই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রতিবেশী এক মহিলা বলল- আবু বকর! গতকাল রাতে

هذا كتاب اختصرته

বলে বলে তো সারা রাত আমাদের ঘুমাতে দাওনি।
মহিলার অভিযোগভরা কথার মাঝেই তিনি যেন খুঁজে পেলেন হারানো সম্পদ। শায়েখের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। শায়েখ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এ কারণে যেন তোমার ইলম শেখার আগ্রহে ভাটা না পড়ে। কারণ তুমি যখন ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকবে এবং সবসময় মুখস্থ করতে থাকবে তখন তা তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে।

শায়েখের কথা সত্যি হয়েছিল। কঠিন অধ্যাবসায় ও চেষ্টা-মুজাহাদার মাধ্যমে এমন দুর্বল মুখস্থশক্তির অধিকারী মানুষটিই হয়েছিলেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا

পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম প্রধান। ইলমের সাগর।

আমাদের মধ্যে এমন লোক ক'জন আছে, যে সারা রাত পড়ে মাত্র তিনটি শব্দও মুখস্থ করতে পারে না। তাই বড়দের দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ না হওয়া কিংবা বুঝে না আসা- এ সমস্যার সমাধান একটাই- চেষ্টা, চেষ্টা এবং চেষ্টা।

একটা বাস্তবতা হলো, দুনিয়াবী বিভিন্ন চিন্তা ও ব্যস্ততায় জড়িয়ে থাকলে মানুষের মুখস্ত-শক্তি কমে যায়। ইলমের জন্য ফারাগাত (ব্যস্ততামুক্ত) ও ইনহিমাক (গভীর নিমগ্নতা) থাকা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কেউ যখন পার্থিব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ নিমগ্নতার সাথে ইলম অর্জন করে আল্লাহ তাআলা তখন তার মেধা খুলে দেন। বয়স্করাও এর থেকে ব্যতিক্রম নন।

আসলে যদি দিলে সাচ্চা ইরাদা ও পোখতা হিম্মত থাকে তাহলে সব কঠিনকেই আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন। আর যদি শত চেষ্টার পরও মুখস্থ না হয় বা না বুঝে আসে তবুও এ চেষ্টার কারণে আল্লাহ তাআলা আজর ও সাওয়াব আমাদের দান করবেন।

বড়দের দ্বীন শিক্ষার দ্বারা এটা বুঝানো হচ্ছে না যে, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখনই মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যেতে হবে; বরং প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে কিছু সময় ফারেগ করে আমরা ইলম অর্জন করতে পারি। আমার পরিচিত একজনকে দেখেছি, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়েও প্রতিদিন একটু একটু কুরআন মুখস্থ করতে করতে তিনি হাফেয হয়েছেন। আমরাও চাইলে কুরআন মুখস্থ করতে পারি; হাফেয হওয়া সম্ভব না হলে অন্তত কিছু অংশ তো হিফয করতে পারি।

বাংলাদেশে বয়স্কদের ইলম শিক্ষা

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও বয়স্ক শিক্ষার দিকটি বরাবরই আমাদের দেশে উপেক্ষিত। বিশেষ করে বয়স্কদের কোরআন ও দ্বীন শিক্ষার বিষয়টি। বয়স্ক শিক্ষার প্রতি এমন উদাসীনতা দেশের হাজারও সমস্যার অন্যতম। সমাজের বরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদরা বয়স্কদের দ্বীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় নিজেকে নিয়োজিত করছেন। ছোটদের জন্য মহল্লার মসজিদে বা সকালের মক্তবে কোরআন ও দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা সামান্য থাকলেও বড় কিংবা বয়স্কদের জন্য সে ব্যবস্থা মোটামুটি কমই বলা যায়। ফলে প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই শুধু ব্যবস্থাপনার অভাবে কোরআন ও দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছেন না।

কর্মজীবনের ব্যস্ততায় একটু লম্বা সময় নিয়ে তাবলিগে গিয়ে অথবা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে তাদের জন্য কোরআন ও দ্বীন শিক্ষাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কর্মজীবী ও বয়স্কদের জন্য কোরআনে কারিম ও প্রয়োজনীয় দ্বীন শিক্ষার জন্য দরকার সমন্বিত উদ্যোগ। এ ক্ষেত্রে মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম-খতিব ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেন। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে কোরআন ও দ্বীন শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটবে এবং সমাজে কাক্সিক্ষত পরিবর্তন আসবে।

বয়স্ক মানুষের দ্বিন শেখার সহজ উপায়

আল হামদুলিল্লাহ, বর্তমানে বয়স্ক মানুষের দ্বীন শেখার নানা সহজলভ্য উপায় তৈরি হয়েছে। যেমন-

১. কোরআন শিক্ষার আসর: এখন দেশের বহু মসজিদে বয়স্কদের জন্য কোরআন শিক্ষার আসর অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ দিন থেকে তিন মাস পর্যন্ত মেয়াদি এসব মসজিদভিত্তিক কোর্সে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের পাশাপাশি জরুরি মাসয়ালা, দোয়া ও হাদিস শেখানো হয়।

২. আলেমদের সান্নিধ্য: হক্কানি পীর ও আল্লাহভীরু আলেমদের সান্নিধ্য বয়স্ক লোকদের দ্বিন শেখার সহজ উপায় হতে পারে। বয়স্ক লোকেরা তাদের কাছ থেকে অজানা বিষয়গুলো জেনে নেবে।

৩. বই-পুস্তক পড়া: বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী আলেম ও বুজুর্গদের বই মানুষের জীবন পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে শর্ত হলো, কোন বই পড়বে তা আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উত্তম।

৪. দ্বীনি মজলিসে অংশ নেওয়া: বয়স্ক মানুষ হক্কানি আলেমদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত দ্বিনি মজলিসগুলোতেও অংশ নিতে পারে। এতে অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়।

উপসংহার

বর্তমান সমাজ প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে কুশিক্ষার দিকে ধাপমান। সন্তান পিতা-মাতাকে, পিতা-মাতা সন্তানকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, এক মুসলিম অপর মুসলিমকে অপমান- অপদস্ত করতে সামান্য পরিমাণ দ্বিধাবোধ করে না। ধনী-গরিব বয়স্ক-তরুণ, ছেলে-মেয়ে সকলের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মুসলিমরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রতিটি জায়গায় নিপীড়নের শিকার। পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর প্রকৃত কারণ প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যদি প্রকৃত শিক্ষা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে সমন্বয় করা হয় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই আসুন! অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি এবং আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

তথ্যসূত্র

[1]. বুখারী হা/৪৯৫৩

[2]. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান।

[3]. বুখারী হা/৭১

[4]. ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭, সনদ ছহীহ।
[5]. তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইÿনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৮, সনদ ছহীহ।

[6]. তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, সনদ হাসান।

[7]. মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৭, সনদ ছহীহ।

[8]. আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২১২; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭, সনদ ছহীহ।

[9]. বুখারী হা/৩৪৬১; তিরমিযী হা/২৬৬৯।

[10]. বুখারী হা/৩২৬৭; মিশকাত হা/৫১৩৯।

[11]. নবীদের কাহিনী, ১/১৩ পৃঃ।

[12]. বুখারী হা/৩৪৬১

[13]. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯

[14]. বুখারী হা/১, ৫০৭০

[15]. মুসলিম হা/৫০৩২; হাকেম হা/২৫২৪; মিশকাত হা/২০৫
[16]. বুখারী হা/৭৪,৭৮

[17]. বুখারী হা/৭৪, ১২২

[18]. আবুদাউদ হা/৪৮০১, সনদ ছহীহ।

[19]. ইবনু মাজাহ হা/২৪০; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৬, সনদ হাসান।

[20]. তিরমিযী হা/২৬৪৯; মিশকাত হা/২২৩, সনদ ছহীহ।

[21]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫

[22]. আহমাদ ইবনে মাজাহ, তাবারানী, মিশকাত হা/২৪৯৮

[23]. ফাতাওয়ে ইসলাম সাওয়াল জওয়াব, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৩০

[24]. বুখারী, মুসলিম, মিশাকাত হা/৭০১

[25]. আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫০৪০

[26]. বুখারী, মুসলিম, মিশাকাত হা/২০২

[27]. বুখারী, হা/১০০

[28]. বুখারী, হা/৮১, ৫২৩১

[29]. মুসলিম হা/১৬৩১

[30] গুগল